দৈনিক
ইনকিলাব

14 SEP 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

হাইকোর্টের রুল

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আরবী অন্তর্ভুক্ত না করা কেন বেআইনী হবে না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) আয়োজিত পঞ্চম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আরবী বিষয় অন্তর্ভুক্ত না করা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিষয়ে অনার্স ডিগ্রিধারী গ্র্যাজুয়েটদের কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের প্রভাষক নিয়োগের লক্ষ্যে নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না রাখাকে কেন বেআইনী ঘোষণা করা হবে না- এই মর্মে রুলনিসি জারি করেছে হাইকোর্ট। এক রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে গতকাল (রোববার) বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা এবং বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। রিটের বাদী তাইমুর হোসেন, রফিকুল ইসলাম এবং মো: ইব্রাহীমের পক্ষে শুনানি করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম। রিটে বলা হয়, আরবী বিষয়ে অনার্স ডিগ্রিধারীরা অন্যান্য বিষয়ে অনার্স ডিগ্রিধারীদের সমমর্যাদা ও সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কলেজগুলোতে আরবী বিষয়ে প্রভাষকের পদটি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই। ইসলামিক স্টাডিজের কথা উল্লেখ থাকলেও এ পদে আরবী বিষয়ে অনার্স ডিগ্রিধারীদের আবেদনের সুযোগ রাখা হয়নি। অথচ ১৯৯৬ সালের ২৪ এপ্রিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের নবম সভায় আরবী বিষয়ে স্নাতকদের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রভাষক পদে নিয়োগের যোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে পাসকৃত ফাজিল ও কামিল মাদরাসার এফিলিয়েশন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সে মাদরাসা প্রভাষক পদে আরবী বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীরা যোগ্য বলে গণ্য করা হলেও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যায়ভাবে মাদরাসার আরবী প্রভাষক পদে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা হিসেবে শুধু কামিল ডিগ্রিধারী চাওয়া হয়েছে।